দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

AUG 14 2002

শামসুন্নাহার হলের ঘটনার তদন্ত কমিশনে ৫ হাউজ টিউটর

প্রভোস্টের রহস্যজনক ভূমিকার জন্যই হলে একটি কালো রাতের সৃষ্টি হয়

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের সামনে শামসুন্নাহার হলের ৫ জন নিরাপত্তা কর্মী গতকাল মঙ্গলবার তাদের জবানবন্দিতে বলেছেন, প্রভোস্টের কক্ষ তালা মারাকে কেন্দ্র করে ছাত্রীরা আন্দোলন শুরু করে। এদিকে প্রভোস্ট সুলতানা শফিকে অভিযুক্ত করে পাঁচজন আবাসিক শিক্ষিকা

(১৫শ পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

শামসুন্নাহার হলের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

গতকাল তদন্ত কমিশনে যৌথ বিবৃতিতে বলেন, প্রভোস্টের রহস্যজনক ভূমিকার কারণেই শামসুন্নাহার হলে একটি কালো রাতের সূচনা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, সাবেক প্রভোস্টই গত এক বছর বহিরাগতদের আশ্রয় দিয়েছেন। নানা রকম সুবিধা দিয়েছেন। অথচ ২৩ জুলাই বহিরাগতদের বের করে দেয়ার জন্য হলে পুলিশ এনেছিলেন। তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান আবাসিক শিক্ষিকাদের আলাদা আলাদাভাবে বক্তব্য দাখিলের পরামর্শ দিয়েছেন। নায়েমে গতকাল পাঁচজন নিরাপত্তা কর্মী দিলীপ চন্দ্র সরকার, শাহীন সরকার, মোফাজ্জল হোসেন প্রধান, হরলাল দাস ও আব্দুল কাদের এবং হল সুপার আফজালুননেসা, কেয়ারটেকার বেলা রানী সরকার ও মেট্রোন ফিরোজা সুলতানা সাক্ষ্য দেন। পাঁচ নিরাপত্তা কর্মী তাদের জবানবন্দিতে জানান, সেদিন তারা দুপুর ২টায় ডিউটিতে আসেন এবং রাত ১০টায় চলে যান। যাওয়ার সময় হল গেইটের বাইরে বিপুল সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা পুলিশ দেখেন। ২৩ জুলাই ৩/৪শ' ছাত্রী মিছিল নিয়ে ভিসি অফিসে যায়। এক পর্যায়ে বিকেল ৪টায় প্রক্টর এসে প্রভোস্টের কক্ষের তালা খুলে দেন। রাত ৮টায় সহকারী প্রক্টররা হলে আসলে ছাত্রীরা বহিরাগতদের হল থেকে বের করে দেয়ার দাবি জানান। আবাসিক শিক্ষিকা সাইদা গাফফার খালেক, ডঃ শারমিন রুমি, আনীম, মেহজাবীন হক, ডঃ ফরিদা বেগম, ডঃ পারভীন রশিদ সুলতানা ফেরদৌস আরা, মমতাজ শিরীন, দিল আফরোজ খানের পক্ষে ৫ জন আবাসিক শিক্ষিকা তদন্ত কমিশনে একটি যৌথ বিবৃতি নিয়ে আসেন। কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলাম প্রত্যেক শিক্ষককে আজ বুধবার আলাদা আলাদা বক্তব্য দাখিলের পরামর্শ দিয়েছেন। এদিকে বিবৃতিতে তারা বলেন, একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য প্রভোস্ট সুলতানা শফি সেদিন হলে পুলিশ ডেকেছিলেন। তিনি আবাসিক শিক্ষিকা ও সহকারী প্রক্টরদের নিয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, ২২ জুলাই সাধারণ ছাত্রীদের নিয়ে সভা করে সুলতানা শফি তাদের উত্তেজিত করে তোলেন। অথচ তার সামনেই পুলিশ মেয়েদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বাধা না দিয়ে বাংলোতে চলে যান। এদিকে ইত্তেফাকের ঢাবি'র রিপোর্টার সাহাবুল হক ও ইনকিলাবের মোহাম্মদ জাকারিয়া তদন্ত কমিশনের আহ্বানে সাক্ষ্য দেন। সাহাবুল হক তার সাক্ষ্যে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও হল প্রশাসনের সমন্বয়হীনতার অভাবেই এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে।